দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...09 SEP 2008...
পৃষ্ঠা - ৬ - কলাম - ৩

দুর্নীতির কবলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
ব্যবস্থা নিতে পারছে না দুদক

॥ অপূর্ব আলাউদ্দিন ॥

আইন ও বিধির অভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছে না দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সরকার প্রণীত নীতিমালা তোয়াক্কা না করে ভবন নির্মাণ, দরপত্র আহবান ও গ্রহণ এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অনিয়ম একই সাথে শিক্ষক নিয়োগ ও ভর্তি সংক্রান্ত দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়ার পরও কোন ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক্ষেত্রে এখতিয়ার থাকলেও কতিপয় অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে এসব বিশ্ববিদ্যালয় পার পেয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। অনুসন্ধানের জন্য গঠিত দুদকের বিশেষ টিম ইউজিসি থেকে বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্যসহ ফাইলপত্র সংগ্রহ করেছে। এসব ফাইলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়ম রয়েছে। দুদক দুর্নীতিতে জড়িত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তালিকাও তৈরি করেছে। কিন্তু আইনগত জটিলতায় কোন ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারছে না দুদক।

আইনের অভাব

দুদক জানায়, দুদকের তফসিলভুক্ত আইনে সরকারি অর্থ আত্মসাতে সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিধান থাকলেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করার বিধান নেই। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ হওয়ার পরও মামলা করতে পারছে না দুদক। শুধু দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারা যোগ করলেই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেত। অর্থাৎ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা কিংবা ব্যক্তি কর্তৃক কোন টাকা আত্মসাতের ঘটনা ঘটলে দুদক এ ধারায় মামলা করতে পারবে না। কারণ এ ধারা দুদক আইনের তফসিল বহির্ভূত। ধারাটি দুর্নীতি দমন ব্যুরো আমলে ছিল। কিন্তু ২০০৪ সালে কমিশন গঠনের সময় এই ধারাটি দুদক আইন থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। বর্তমান আইনের আওতায় মামলা করতে হলে কোন না কোনভাবে একজন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারি জড়িত আছেন, প্রমাণ থাকতে হবে। এখন এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে সম্পত্তির বিবরণী চাওয়া ছাড়া বিকল্প পথ নেই। বিষয়টি দুদক পর্যালোচনা করছে। দুর্নীতিগ্রস্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দুদক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের ন্যূনতম শর্ত পূরণ না করেই অর্থের বিনিময়ে অনুমোদন নিয়েছে, যার সঙ্গে ইউজিসির অসাধু কর্মকর্তারা জড়িত বলে প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে দুদক। দুর্নীতিগ্রস্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ার প্রক্রিয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়ান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, উপসচিব, সহকারী সচিবসহ কর্তাব্যক্তিরা। তারা উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ার জন্য এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ডিগ্রি (স্নাতক) পাস করে যারা প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করেছেন, পদোন্নতির জন্য পয়েন্ট যোগ করতে তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স বা স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব, উপসচিব ও যুগ্ম সচিব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স কোর্সের ছাত্র। নামেমাত্র এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ক্লাস ও পরীক্ষা ছাড়াই তাদের সার্টিফিকেট দেয়া হয়। সেই সার্টিফিকেট দেখিয়েই তারা পদোন্নতি পান।

একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারাও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রির সার্টিফিকেট অর্জন করছেন। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ হলে তারাই বাধা হয়ে দাঁড়ান। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে এসব কর্মকর্তার বাধায় তদন্তই হয় না। আবার তদন্ত টিম গঠন করা হলেও 'অর্থের বিনিময়ে' সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিদেশ থেকে এক লক্ষাধিক টাকার যন্ত্রপাতি কিংবা বই আমদানি করতে হলেই বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি লাগে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি না নিয়ে এবং রাজস্ব ফাঁকি দিয়েই লাখ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি ও বই আমদানি করছে। অর্থের বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রির অভিযোগও পাওয়া গেছে। দুর্নীতিগ্রস্ত এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুদক মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠিয়েছে।